

হরতিকী পূজায় লাগে কেনে?

হরতিকী পূজায় লাগে কেনে?

আমাদের দেশের প্রায় সমস্ত পূজা অর্চনার ক্ষেত্রে যে ফলটির নীরব উপস্থিতি সকলের চোখে পড়ে তা হল হরতিকী। শুধু সমস্ত দেবদেবীর পূজা অর্চনার ক্ষেত্রেই নয়, বিবাহাদি, তর্পণ, শ্রাদ্ধে, শ্রীশ্রীচণ্ডীপূজায় এবং অন্যান্য শুভ ও মাঙ্গলিক কর্মে তলি, হরতিকীর সাহায্য বিনা ক্রিয়াটি যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা হরতিকীকে প্রায় সমস্ত কর্মের ‘মাঙ্গল্যের প্রতীক’ হিসাবে তুলে ধরেন। শুধু তাই নয় হরতিকী ফলকে শাস্ত্রকারেরা স্বর্ণমুদ্রার সমান হিসাবে বর্ণনা করেছেন। প্রাচীনকাল থেকে গুরু দীক্ষার দক্ষিণাস্বরূপ একটি হরতিকী দেওয়ার প্রচলন চলতে আসছে। এক্ষেত্রে অবশ্য শিষ্যের অর্থে অভাব বা অন্য কোন কারণ লক্ষ্যণীয়। হরতিকীর মতো পবিত্র ফল আর নাই। একমাত্র রুদ্রাক্ষের সঙ্গেই হরতিকীর কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে।

তবে হরতিকীতো শুধুই ‘মাঙ্গল্যের প্রতীক’ নয় - এর নানা গুণাগুণের কথাও আয়ুর্বেদে শাস্ত্রের লেখা আছে। এটি হল বৈদিকযুগের শ্রেষ্ঠফল। হরতিকী স্বভাবগুণে মানুষকে শান্ত, সংযম ও পবিত্র মনোবৃত্তি গঠন করতে সহায়তা করে। এইজন্য হরতিকীর গুণের কথা বলতে গিয়ে শাস্ত্রকারেরা বলেছেন যে, ‘কদাচিৎ কৃপ্যততমিতা নদোরস্থা হরতিকী’ কনি স্নহেশীলা মাতাও কখনও কখনও ক্রোধান্বিতা হয়ে পড়েন, কিন্তু হরতিকী কখনোই তা হয় না। তা দেহ ও মনকে সর্বদা সুখ প্রদান করে মানুষকে শুভকর্মে নিয়োজিত রাখে।

‘হরতিকী’ ফলটির নামকরণে লক্ষ্য করা যায় যে, এতে ভগবান বসিঁগুর প্রভাব রয়েছে। এখানে ‘হরি’ শব্দ দ্বারা নারায়ণ / বসিঁগুকে বোঝায়। আর ‘তকী’ অর্থে “ফল” হতে পারে। কাজেই হরতিকী হল হরির বা নারায়ণের প্রিয় ফল যমেন রুদ্রাক্ষকে শিবিরে অতি প্রিয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। হরতিকী ফলকে নানা নামে ডাকা হয়ে থাকে। যমেন অভয়া, পথ্যা, কায়স্থা, বয়স্থা, প্রাণদা, অমৃতা, পুতানা প্রভৃতি আচার্য মহীধর হরতিকীর নানা গুণাগুণের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, কাঁচা হরতিকীর রস পান করতে হয়। এতে শরীরের ভোক্ত অন্ন শুদ্ধ হয় এবং সাত্ত্বিক মন গঠিত হয় যা মানুষকে দ্বিগুণ লাভ করতে সহায়তা করে। এখানেও দেখা যাচ্ছে যে, হরতিকী হল পবিত্রতার মূর্ত দ্রব্য। এটি সবেন করলে মানুষের বল, বীর্য, স্মৃতি ও কান্তি বৃদ্ধি পায় এবং মনে দেবভাব বর্তমান থাকে।